Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা - ২

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا ﴿١٤٢﴾

১৪২। সাইয়াকূলুস্ সুফাহা—উ মিনান্ না-সি মা-ওয়াল্লা-হুম্ 'আন্ ক্বিব্লাতিহিমুল্ লাতী কা-নূ
(১৪২) শীঘ্রই মূর্খ লোকেরা বলবে, তারা এ যাবত যে কিবলার উপর ছিল তা হতে কোন্ বস্তু তাদের ফিরিয়ে

عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٣﴾

'আলাইহা; কুল্ লিল্লা- হিল্ মাশ্রিকু ওয়াল্ মাগ্রিব ; ইয়াহদী মাইঁ ইয়াশা—উ ইলা-স্বিরাত্বিম্ মুসতাক্বীম্।
দিল? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৩। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্না- কুম্ উম্মাতাওঁ ওয়াসাত্বাল্ লিতাকূনূ শুহাদা—আ 'আলান্ না-সি ওয়া ইয়াকূনার
(১৪৩) আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

রাসূলু 'আলাইকুম্ শাহীদা ; ওয়ামা- জ্বা'আল্নাল্ ক্বিব্লাতাল্ লাতী কুন্তা 'আলাইহা~ইল্লা-
রাসূল তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হন। আর আমি আপনার জন্য পূর্ববর্তী কিবলা এ জন্য নির্ধারণ করেছিলাম যেন আমি

لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا

লিনা'লামা মাইঁ ইয়াত্তাবি'উর্ রাসূলা মিম্মাইঁ ইয়ান্ক্বালিবু 'আলা- 'আক্বিবাইহ ; ওয়া ইন্ কা-নাত্ লাকাবীরাতান্ ইল্লা-
জানতে পারি কে রাসূলের অনসুরণ করে চলে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে? আল্লাহ যাদের পথ দেখান তারা ব্যতীত

عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

'আলাল্লাযীনা হাদাল্লা-হ ; ওয়ামা- কা-নাল্ লা-হু লিইয়ুদ্বী'আ ঈমা-নাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা
(অন্যদের জন্য) নিশ্চয়ই এটা কঠিন কাজ। আর আল্লাহ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান বরবাদ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ

বিন্না-সি লারাঊফুর্ রাহীম। ১৪৪। ক্বাদ নারা-তাক্বাল্লুবা ওয়াজ্হিকা ফিস্ সামা—ই,
মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (১৪৪) নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে আপনার মুখমন্ডল ফিরানো অবলোকন করতেছি।

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৪২) ঃ سيقول السفهاء – যখন নবী (স) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরালেন; তখন কিছু সংখ্যক লোক এতে মতভেদ শুরু করল। আর তারা ছিল কয়েক দলে বিভক্ত। মুনাফিকের দল বলল– তাদের কি হল যে, দীর্ঘ দিন এক কিবলার দিকে অবস্থান করার পর একে পরিত্যাগ করল এবং অন্য দিকে প্রত্যাবর্তিত হল? তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তা ঃ তাবারী)

✪ টীকা (আঃ ১৪৩) ঃ لتكونوا شهداء – হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, উম্মতে মুহাম্মদী মানব মন্ডলীর উপর সাক্ষী হবে যে, রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাদেশসমূহ প্রচার করেছেন।

✪ টীকা (আঃ ১৪৩) ঃ ويكون الرسول عليكم شهيداً – এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রভুর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ স্বীয় উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন। (তা ঃতাবারী)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৪৪) ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইয়াহুদী ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহুদীরা এতে খুশী হল। রাসূল (স) উনিশ মাস যাবত সে কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইবরাহীম (আ)-এর কিবলা পছন্দ করতেন। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে জন্য প্রার্থনা করতেন এবং নির্দেশ লাভের আশায় আকাশের দিকে তাকাতেন। তখন আল্লাহ তায়ালা .....قد نرى আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ

...নুওয়াল্লিয়ান্নাকা ক্বিব্লাতান্ তার্দ্বা-হা, ফাওয়াল্লি ওয়াজ্হাকা শাত্বরাল্ মাস্জ্বিদিল্ হ্বারা-ম ; ওয়া হ্বাইছু
নিঃসন্দেহে আমি সে কিবলার দিকে আপনাকে ঘুরিয়ে দিব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদে হারামের দিকে আপনার

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ

মা- কুন্তুম্ ফাওয়াল্লূ উজূহাকুম্ শাত্বরাহ্ ; ওয়া ইন্নাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা লাইয়া'লামূনা
মুখমন্ডল ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, সে দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আহলে কিতাবগণ নিশ্চিত ভাবে জানে যে,

اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٥﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ

আন্নাহুল্ হ্বাক্বকু মির্ রাব্বিহিম ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা- ইয়া'মালূন্। ১৪৫। ওয়ালা ইন্ আতাইতাল্ লাযীনা
এটাই সত্য তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন। (১৪৫) আর আপনি যদি আহলে

اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ

উতুল্ কিতা-বা বিকুল্লি আ-য়াতিম্ মা-তাবি'উ ক্বিবলাতাকা, ওয়ামা~আন্তা বিতা-বি'ইন্ ক্বিবলাতাহুম্, ওয়া
কিতাবগণের নিকট সকল দলীল উপস্থিত করেন তবুও তারা আপনার কিবলা অনুসরণ করবে না। আর আপনিও তো তাদের কিবলার অনুসারী নন। তারাও

مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ

মা-বা'দ্বুহুম্ বিতা-বি'ইন্ ক্বিব্লাতা বা'দ্ব ; ওয়ালাইনিত্ তাবা'তা আহ্ওয়া—আহুম্ মিম্ বা'দি মা-জ্বা—আকা
একে অন্যের কিব্লার অনুসারী নয়। আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসারী

مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٦﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا

মিনাল্ 'ইলমি ইন্নাকা ইযাল্ লামিনায্ যা-লিমীন। ১৪৬। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়া'রিফূনাহূ কামা-
হন, তবে নিশ্চয়ই আপনি জালিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (১৪৬) যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে সেরূপ চিনে, যেমন

يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

ইয়া'রিফূনা আব্না—আহুম; ওয়া ইন্না ফারীক্বাম্ মিন্হুম্ লাইয়াক্তুমূনাল্ হ্বাক্বকা ওয়াহুম্ ইয়া'লামূন্।
চিনে নিজের সন্তানদেরকে। নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।

﴿١٤٧﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ

১৪৭। আল্হ্বাক্বকু মির্ রাব্বিকা ফালা- তাকূনান্না মিনাল্ মুম্তারীন্। ১৪৮। ওয়া লিকুল্লিওঁ ওয়িজ্হাতুন্ হুওয়া
(১৪৭) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে এটাই প্রকৃত সত্য। কাজেই আপনি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৪৮) আর প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দিক (কিবলা)

مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ

মুওয়াল্লীহা- ফাস্তাবিকুল্ খাইরা-ত ; আইনা মা-তাকূনূ ইয়া'তি বিকুমুল্লা-হু জ্বামী'আ ; ইন্নাল্লা-হা
আছে, যেদিকে সে মুখ করে। তাই তোমরা সৎ কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন; আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১৪৯। ওয়ামিন্ হ্বাইছু খারাজ্বতা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্বহাকা শাত্বরাল্ মাস্জ্বিদিল্ হ্বারা-ম ;
আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম। (১৪৯) আর আপনি যেখান হতেই বের হন না কেন আপনার মুখমন্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাবেন।

وَإِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ وَمِنْ حَيْثُ

ওয়া ইন্নাহূ লাল্হ্বাক্কু মির রাব্বিক ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন্। ১৫০। ওয়ামিন্ হ্বাইছু
নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে এটাই সত্য। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন। (১৫০) আর যেখান

خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا

খারাজ্বতা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্বহাকা শাত্বরাল্ মাস্জ্বিদিল্ হ্বারাম; ওয়া হ্বাইছু মা-কুন্তুম্ ফাওয়াল্লূ
থেকেই আপনি বের হন না কেন আপনার মুখমন্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরান আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের মুখমন্ডল

وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ق

উজূহাকুম্ শাত্বরাহূ লিআল্লা-ইয়াকূনা লিন্না-সি 'আলাইকুম্ হুজ্জ্বাহ্, ইল্লাল্লাযীনা য্বালামূ মিন্হুম্
তার দিকে ফেরাও। যাতে তোমাদের ব্যাপারে লোকের জন্য কোন সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা ভিন্ন। কাজেই

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

ফালা- তাখ্শাওহুম্ ওয়াখ্শাওনী ; ওয়ালিউতিম্মা নি'মাতী 'আলাইকুম্ ওয়া লা'আল্লাকুম্ তাহ্তাদূন।
তোমরা তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকেই ভয় কর; তাহলে আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করব, আর তোমরা হয়ত পথপ্রাপ্ত হবে।

﴿١٥١﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

১৫১। কামা~আর্সাল্না- ফীকুম্ রাসূলাম্ মিন্কুম্ ইয়াত্লূ 'আলাইকুম্ আ-য়া-তিনা-ওয়া ইয়ুযাক্কীকুম্ ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুমুল্
(১৫১) যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করেন ও তোমাদেরকে পবিত্র

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥٢﴾ فَاذْكُرُوْنِيْ

কিতা-বা ওয়াল্ হিক্মাতা ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুম্ মা-লাম্ তাকূনূ তা'লামূন্। ১৫২। ফায্কুরূনী~
করেন এবং তোমাদেরকে শিখায় কিতাব ও হিকমত আর তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেন। (১৫২) অতএব তোমরা আমাকে

১৮ ৫/২ রুকূ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٣﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا

আয্কুর্কুম্ ওয়াশ্কুরূলী ওয়ালা- তাক্ফুরূন। ১৫৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুস্ তা'ঈনূ
স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা

✪ টীকা (আঃ ১৫১)ঃ যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রাচীন কিতাবসমূহ ও বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়, তা শিখাবার জন্য একজন মহাজ্ঞানী নবী প্রেরণের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছিলেন। দো'আ কবুল করেই আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে প্রেরণ করেন। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১৫৩)ঃ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ – রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়তেন। সবর দু' প্রকার। (এক) হারাম ও পাপকার্য বর্জনের সবর। (দুই) ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের কার্য সম্পাদনের সবর। দ্বিতীয় সবরে সওয়াব বেশী। কারণ এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। তৃতীয় সবর হল– বিপদাপদে সবর।–(তা ঃ ইবনে কাছীর)

بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۴﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ

বিস্বস্বাব্‌রি ওয়াস্বস্বালা-হ ; ইন্নাল্লা-হা মা'আস্ব স্বা-বিরীন্। ১৫৪। ওয়ালা- তাকূলূ লিমাইঁ ইয়ুক্বতালু ফী

ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহর

سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ

সাবীলিল্লা-হি আম্‌ওয়া-ত ; বাল্ আহ্‌ইয়া—উওঁ ওয়ালা- কিল্ লা-তাশ্‌উরূন্। ১৫৫। ওয়ালা নাব্‌লুওয়ান্নাকুম্ বিশাইয়িম

রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতেছ না। (১৫৫) আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে

مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ

মিনাল্ খাওফি ওয়াল্‌জূ'ই ওয়ানাক্বস্বিম্ মিনাল্ আম্‌ওয়া-লি ওয়াল্ আন্‌ফুসি ওয়াছ্ ছামারা-ত ;

পরীক্ষা করব ভয়-ভীতি দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা এবং ধন-সম্পদ, জীবন এবং ফল ফসলাদি ক্ষতি সাধান করে আর সুসংবাদ দাও সে সব ধৈর্যশীলগণকে,

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۶﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ

ওয়া বাশ্‌শিরিস্ব স্বা-বিরীন্। ১৫৬। আল্লাযীনা ইযা~আস্বা-বাতহুম মুস্বীবাতুন্ ক্বা-লূ~ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না~ইলাইহি

(১৫৬) যাদের উপর কোন প্রকার বিপদ আপতিত হলে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে

رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

রা-জ্বিঊন। ১৫৭। উলা—ইকা 'আলাইহিম স্বালাওয়া-তুম্ মির রাব্বিহিম্ ওয়ারাহ্‌মাহ ; ওয়া উলা—ইকা হুমুল্

প্রত্যাবর্তনকারী। (১৫৭) তাদের উপরই রয়েছে তাদের পতিপালকের তরফ থেকে করুণা ও অনুগ্রহ। আর তারাই সঠিক

الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

মুহ্‌তাদূন। ১৫৮। ইন্নাস্ব স্বাফা-ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শা'আ—ইরিল্লা-হ্, ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা

পথ প্রাপ্ত। (১৫৮) নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ করল অথবা

اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ

আবি' তামারা ফালা-জুনা-হা 'আলাইহি আইঁ ইয়াত্ব ত্বাওয়্যাফা বিহিমা; ওয়ামান্ তাত্বাওয়্যা'আ খাইরান্ ফাইন্নাল্লা-হা

ওমরা করল তার জন্য এ দুটোর তাওয়াফ করলে কোন গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ

شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۵۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى

শা-কিরুন্ 'আলীম। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌তুমূনা মা~আন্‌যাল্‌না- মিনাল্ বাইয়্যিনা-তি ওয়াল্ হুদা-

তার মূল্যায়ক এবং সর্বজ্ঞ। (১৫৯) যারা আমার অবতারিত দলীলসমূহ ও হিদায়াতকে গোপন করে, আমি তা

✪ ভীতি (আঃ ১৫৫) ঃ শত্রু-সৈন্যের সাথে মুকাবেলা করার ভয়; দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যজনিত অনাহার; যাকাত, ছদকা প্রভৃতি কার্যে ব্যয় করে মালের হ্রাসকরণ, যুদ্ধে মৃত্যুবরণ; বার্ধক্যের দুর্বলতা ও রোগ; বাগানের ও ক্ষেতের ফল নষ্ট এবং সন্তানের মৃত্যু ইত্যাদি বিপদ দ্বারা আমি তোমাদের খোদাভক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা করব। (মুঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ১৫৮) ঃ ان الصفا والمروة - সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে বহু মূর্তি ছিল। শয়তানরা সারারাত সেখানে চক্কর দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলাল্লাহকে (স) এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।-(তাঃ ইবনে কাছীর)

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ

মিম্ বা'দি মা-বাইয়ান্না-হু লিন্না-সি ফিল্ কিতা-বি উলা—ইকা ইয়াল্'আনুহুমুল্লা-হু ওয়া ইয়াল্'আনু হুমুল্

মানুষের জন্য কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়ার পরও; আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন এবং লা'নতদাতারাও তাদের উপর

اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ

লা'ইনূন। ১৬০। ইল্লাল লাযীনা তা-বূ ওয়া আস্বলাহূ ওয়া বাইয়্যানূ ফাউলা—ইকা আতূবু 'আলাইহিম্,

লা'নত করেন। (১৬০) কেবল যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যে বর্ণনা করে, আমি তাদের তওবা কবুল করব।

وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ

ওয়া আনাত্ তাওয়্যা-বুর রাহ্বীম। ১৬১। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ওয়া মা-তূ ওয়াহুম্ কুফ্ফা-রুন্ উলা—ইকা 'আলাইহিম্

আমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গিয়েছে, তাদের উপর

لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ

লা'নাতুল্লা-হি ওয়াল্ মালা—ইকাতি ওয়ান্না-সি আজ্মা'ঈন্। ১৬২। খা-লিদীনা ফীহা, লা-ইয়ুখাফ্ফাফু

আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং সকল মানুষের লা'নত। (১৬২) তারা সর্বদা সে লা'নতের মধ্যে থাকবে। তাদের

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

'আনহুমুল্ 'আযা-বু ওয়ালা-হুম্ ইয়ুন্‌যারূন্। ১৬৩। ওয়া ইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হ্বিদ, লা~ইলা-হা ইল্লা-

শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না। (১৬৩) আর তোমাদের মা'বুদ একই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

১৯ ع ৩ রুকূ

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ

হুওয়ার রাহ্বমা-নুর রাহ্বীম। ১৬৪। ইন্না ফী খাল্ক্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াখ্তিলা-ফিল্ লাইলি

তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে, দিবস

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ

ওয়ান্নাহা-রি ওয়াল ফুল্কিল্ লাতী তাজ্রী ফিল বাহ্বরি বিমা- ইয়ানফা'উন্না-সা ওয়ামা~আন্যালাল্

ও রজনীর আবর্তনে এবং সে জলযানে যা মানুষের কল্যাণ সাধনে সমুদ্রে চলাচল করে আর সে

اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ

লা-হু মিনাস্ সামা—ই মিম্ মা—ইন্ ফাআহ্বইয়া-বিহিল আর্দ্বা বা'দা মাওতিহা-ওয়া বাছ্ছা ফীহা-মিন

পানিতে যা আসমান থেকে বর্ষণ করে যমীনকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করে এবং তাতে বিস্তার করে

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৬৩) ঃ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার কাফেররা বলত, আমরা তিনশ ষাটটি দেব-দেবীর উপাসনা করে থাকি। এদের দ্বারা একটি শহরের শৃঙ্খলা বিধানই সুচারুরূপে হয়ে উঠছে না। আর রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, পৃথিবীর সকলেরই মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় কার্য নির্বাহ করে থাকেন, এটা কেমন করে সম্ভব? তাঁর এ দাবী সত্য হলে তিনি এর প্রমাণ আনয়ন করুন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে নিজের অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছেন। (মুঃ কোঃ)

كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

কুল্লি দা—ব্বাতিওঁ ওয়া তাস্বরীফির রিয়া-হি ওয়াস্‌সাহা-বিল্ মুসাখ্‌খারি বাইনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্বি

সব ধরনের জীব জন্তু, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য পথে নিয়ন্ত্রিত মেঘ মালাতে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا

লাআ-য়া-তিল লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন। ১৬৫। ওয়া মিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মিন্ দূনিল্লা-হি আন্দা-দাই

অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৬৫) মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোকও আছে, যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে তাঁর

يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ

ইয়ুহিব্বূনাহুম কাহুব্বিল্লা-হ ; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ~আশাদ্দু হুব্বাল্ লিল্লা-হ ; ওয়া লাও ইয়ারাল্লাযীনা

সমকক্ষ মনে করে তাকে আল্লাহর মতই ভালবাসে। কিন্তু যারা মুমিন তাদের ভালবাসা আল্লাহর প্রতি আরো সুদৃঢ়। হায়!

ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

যালামূ~ইয্ ইয়ারাওনাল্ 'আযা-বা আন্নাল্ ক্বুওয়্যাতা লিল্লা-হি জ্বামী-'আওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা শাদীদুল্

এ জালিমরা যখন কোন শাস্তি দেখতে পায় তখনই যদি এটা বুঝতো যে, সকল শক্তি একমাত্র আল্লাহরই এবং আল্লাহর শাস্তি

الْعَذَابِ ﴿١٦٦﴾ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ

'আযা-ব। ১৬৬। ইয্ তাবার্‌রাআল লাযীনাত্ তুবি'উ মিনাল্লাযীনাত্‌তাবা'উ ওয়ারাআউল্ 'আযা-বা

অত্যন্ত কঠিন। (১৬৬) যখন অনুসৃতগণ তাদের অনুসরীদের দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তিসমূহ স্বচক্ষে দেখতে

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ

ওয়া তাক্বাত্ত্বা'আত্ বিহিমুল্ আস্‌বা-ব। ১৬৭। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনাত্‌তাবা'উ লাও আন্না লানা- কার্‌রাতান্ ফানাতাবার্‌রাআ

পাবে এবং তাদের পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে (১৬৭) এবং অনুসারীগণ বলবে; হায়! যদি আমরা দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম তা হলে আমরাও

مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ

মিন্‌হুম্ কামা- তাবার্‌রাউ মিন্না ; কাযা-লিকা ইয়ুরীহিমুল্লা-হু আ'মা-লাহুম্ হাসারা-তিন্ 'আলাইহিম্ ;

তাদের থেকে বিমুখ হয়ে যেতাম যেভাবে তারা আমাদের থেকে বিমুখ হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কার্যাবলী তাদেরকে

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٨﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ ২০ ع ৪ 8 রুকূ

ওয়ামা-হুম্ বিখা-রিজ্বীনা মিনান্ না-র। ১৬৮। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু কুলূ মিম্মা-ফিল্ আরদ্বি

তাদের অনুতাপরূপে দেখাবেন, আর তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না। (১৬৮) হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা

○ টীকা (আঃ ১৬৫) ঃ এ সব বিষয় এরূপে চিন্তা করলে কাল্পনিক দেব-দেবীর অক্ষমতা এবং আল্লাহর শক্তি ও মহিমা তাদের হৃদয়ে বিকশিত হত, ফলে একত্ববাদে আস্থা স্থাপন ও ঈমান আনয়ন করত। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৬৮) ঃ কোন কোন মুশরেক, প্রস্তরমূর্তির নামে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ছেড়ে দিত এবং তার সম্মানার্থে তা থেকে কোন প্রকার স্বার্থ ভোগ করা নিষিদ্ধ বলে মনে করত এবং তাদের এ অপকর্মকে আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর সন্তোষ লাভের কারণ এবং মূর্তির সুপারিশের মধ্যস্থতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করত। এ সম্বন্ধে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন। (বঃ কোঃ)

حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

হ্বালা-লান্ ত্বাইয়্যিবাওঁ ওয়ালা- তাত্তাবি'উ খুত্বুওয়া-তিশ্ শাইত্বা-ন্ ; ইন্নাহূ লাকুম 'আদুওউম্ মুবীন্।
হালাল ও পবিত্র খাদ্য আছে তা থেকে তোমরা আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْۗءِ وَالْفَحْشَاۗءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৬৯। ইন্নামা-ইয়া'মুরুকুম বিস্সূ—ই ওয়াল্ ফাহ্শা—ই ওয়া আন্ তাক্বূলূ 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন্।
(১৬৯) সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ করার এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন উক্তি করতে বলে যা তোমরা জান না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۗءَنَا ۭ

১৭০। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুমুত্ তাবি'উ মা~আন্যালাল্লা-হু ক্বা-লূ বাল্ নাত্তাবি'উ মা~ আল্ফাইনা- 'আলাইহি আ-বা—আনা;
(১৭০) এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা তো অনুসরণ করব

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۗؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আওয়া লাও কা-না আ-বা—উহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূনা শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াহ্তাদূন্। ১৭১। ওয়া মাছালুল্ লাযীনা কাফারূ
যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ দাদা কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। (১৭১) আর কাফিরদের দৃষ্টান্ত

كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاۗءً وَّنِدَاۗءً ۭ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ

কামাছালিল্ লাযী ইয়ান্'ইক্বু বিমা- লা- ইয়াসমা'উ ইল্লা- দু'আ—আওঁ ওয়া নিদা—আ ; ছুম্মুম্ বুকমুন্ 'উমইয়ুন্ ফাহুম
এমন, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কোন জন্তুকে ডাকে যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শোনতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং তারা

لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ

লা-ইয়া'ক্বিলূন। ১৭২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কুলূ মিন্ ত্বাইয়্যিবা-তি মা-রাযাক্বনা-কুম্ ওয়াশ্কুরূ লিল্লা-হি
কিছুই বুঝে না। (১৭২) হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দান করেছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর,

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

ইন্ কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্। ১৭৩। ইন্নামা- হ্বার্রামা 'আলাইকুমুল মাইতাতা ওয়াদ্দামা ওয়া লাহ্মাল্ খিন্যীরি
যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে থাক। (১৭৩) তিনি তো (আল্লাহ) তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং

وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ

ওয়ামা~উহিল্লা বিহী লিগাইরিল্লা-হ, ফামানিদ্বত্বুর্রা গাইরা বা-গিওঁ ওয়ালা- 'আ-দিন্ ফালা~ইছমা 'আলাইহ ;
যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে অনন্যোপায় হয়ে যায় অথচ সে নাফরমান নয় এবং সীমালংঘনকারীও নয় তার জন্য কোন পাপ নেই।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ

ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ১৭৪। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াক্তুমূনা মা~আন্যালাল্লা-হু মিনাল্ কিতা-বি ওয়া ইয়াশ্তারূনা
নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১৭৪) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালার অবতারিত কিতাব গোপন করে এবং তা বিক্রয়

بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ

বিহী ছামানান্ ক্বালীলান্ উলা—ইকা মা-ইয়া'কুলূনা ফী বুতূনিহিম্ ইল্লান্ না-রা ওয়ালা- ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু
করে সামান্য মূল্যে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই পুরে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (১৭৫) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়া লা- ইয়ুযাক্কীহিম্, ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৭৫। উলা—ইকাল্লাযীনাশ তারাউদ্ব
কিয়ামতের দিন। আর তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (১৭৫) তারাই ক্রয় করেছে গোমরাহীকে

الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (১৭৬) ذٰلِكَ

দ্বালা-লাতা বিল্ হুদা- ওয়াল্ 'আযা-বা বিল্ মাগ্‌ফিরাহ্, ফামা~আস্‌বারাহুম্ 'আলান্ না-র। ১৭৬। যা-লিকা
হিদায়াতের বিনিময়ে এবং শাস্তিকে ক্ষমার বিনিময়ে। জাহান্নামের আগুনে তারা কতইনা ধৈর্যশীল। (১৭৬) এর কারণ এই যে,

بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ

বিআন্নাল্লা-হা নায্‌যালাল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্ক্ব; ওয়া ইন্নাল্লাযীনাখ্‌তালাফূ ফিল্ কিতা-বি লাফী
আল্লাহ সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর যারা এ কিতাব সমন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা সুদূর প্রসারী

شِقَاقٍ بَعِيْدٍ (১৭৭) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ১৭৭। লাইসাল্ বির্‌রা আন তুওয়াল্লূ উজূহাকুম্ ক্বিবালাল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল্ মাগ্‌রিবি
মতভেদে রয়েছে। (১৭৭) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোনই পূণ্য নেই বরং

ع ২১ ৫ রুকূ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ

ওয়ালা-কিন্নাল্ বির্‌রা মান আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল্ মালা—ইকাতি ওয়াল্ কিতা-বি ওয়ান্নাবিয়্যীন,
প্রকৃত পূণ্য হল, যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, আখিরাতের উপর, ফিরিশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং নবীগণের

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ

ওয়া আ-তাল্ মা-লা 'আলা- হুব্বিহী যাবিল্ কুরবা- ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনা ওয়াব্‌নাস্ সাবীলি
উপর এবং আল্লাহর মহব্বতে যে সম্পদ ব্যয় করে আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পথিক, ভিক্ষুকগণ

وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ

ওয়াস্ সা—ইলীনা ওয়াফির রিক্বা-ব, ওয়া আক্বা-মাস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তায যাকা-হ, ওয়াল্ মূফূনা বি'আহ্‌দিহিম্
এবং দাস মুক্তির জন্য আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে

✪ টীকা (আঃ ১৭৭) ঃ وابن السبيل, – অর্থাৎ এমন পথিক যার রাহ খরচ নেই। তাকে এ পরিমাণ দান করতে হবে যার সাহায্যে সে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজে বের হয়, তার রাহ খরচ না থাকলেও তার যাতায়াত খরচ দিতে হবে।

✪ টীকা (আঃ ১৭৭) ঃ والسائلين, – সাহায্য প্রার্থী– অর্থাৎ যারা নিজের অভাব প্রকাশ করে মানুষের কাছে কিছু চেয়ে বেড়ায়। তাদেরকে ভিক্ষুক বলা হয়, যাকাত ও সদকা তারাও প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– "ভিক্ষুক অশ্বারোহণে আসলেও ভিক্ষা পাবার অধিকারী।

✪ টীকা (আঃ ১৭৭) ঃ وفى الرقاب, – অর্থাৎ কারো দাস মুক্তির জন্য দান করা। যেসব ক্রীতদাস এ শর্তে দাসত্ব করতেছে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সে মালিককে দিলে মুক্তি পাবে, অথচ সে তা সংগ্রহ করতে পারতেছে না। তাকে সে পরিমাণ অর্থ দান করা।

إِذَا عٰهَدُوا ۚ وَالصّٰبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰئِكَ

ইযা- 'আ-হাদূ, ওয়াস্বস্বা-বিরীনা ফিল্বা'সা—ই ওয়াদ্বদ্বার্‌রা—ই ওয়া হ্বীনাল্ বা'স ; উলা—ইকাল্
তা পূর্ণ করে এবং ধৈর্যধারণ করে দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে। এসব লোকই সত্য

الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ

লাযীনা স্বাদাক্বূ ; ওয়া উলা—ইকা হুমুল মুত্তাক্বূন। ১৭৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কুতিবা
পরায়ন এবং এরাই মুত্তাকী। (১৭৮) হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস

عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ

'আলাইকুমুল্ ক্বিস্বা-স্থু ফিল্ ক্বাত্‌লা ; আল্ হুররু বিলহুররি ওয়াল্ 'আব্দু বিল্ 'আব্‌দি ওয়াল্ উন্‌ছা- বিল্ উন্‌ছা-;
ফরয করা হল। আযাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আযাদ ব্যক্তি এবং গোলামের পরিবর্তে গোলাম, নারীর পরিবর্তে নারী।

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

ফামান্ 'উফিয়া লাহূ মিন্ আখীহি শাইউন্ ফাত্তিবা-'উম্ বিল্ মা'রূফি ওয়া আদা—উন ইলাইহি বিইহ্বসা-ন
কিন্তু যাকে তার ভাইয়ের তরফ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে বিধি অনুযায়ী তা মেনে নিয়ে সততার সাথে তার প্রাপ্য আদায় করা উচিত।

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

যা-লিকা তাখ্‌ফীফুম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়া রাহ্মাহ ; ফামানি' তাদা-বা'দা যা-লিকা ফালাহূ 'আযা-বুন আলীম্।
এটা তোমদের প্রতিপালকের তরফ থেকে লঘু দন্ড ও অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি এরপর সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٠﴾ كُتِبَ

১৭৯। ওয়ালাকুম্ ফিল ক্বিস্বা-স্বি হায়া-তুই ইয়া~উলিল্ আল্‌বা-বি লা'আল্লাকুম তাত্তাক্বূন। ১৮০। কুতিবা
(১৭৯) হে জ্ঞানীগণ! কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন। যাতে তোমরা (অন্যায়ভাবে হত্যা কার্য থেকে) সাবধান হতে পার। (১৮০) তোমাদের

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

'আলাইকুম্ ইযা-হ্বাদ্বারা আহ্বাদাকুমুল মাওতু ইন্ তারাকা খাইরা- নিল্ ওয়াস্বিয়্যাতু লিল্ ওয়া-লিদাইনি
মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, তখন সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায়, (এ ব্যাপারে) তোমাদের উপর ফরয করা হল যে, ওসিয়ত করে

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

ওয়াল্ আক্বরাবীনা বিল্ মা'রূফ, হ্বাক্বক্বান 'আলাল্ মুত্তাক্বীন। ১৮১। ফামাম্ বাদ্দালাহূ বা'দা মা-সামি'আহূ
যাওয়া, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। মুত্তাকীদের এটা করা অবশ্য কর্তব্য। (১৮১) এ (ওসিয়ত) শোনার পর যে ব্যক্তি এর মধ্যে

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৭৮) ঃ يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص - জাহেলী যুগে বনু নজীর ও বনু কুরায়জার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে যুদ্ধে বনু কুরায়জার পরাজয় ঘটে এবং বনু নজীরগণ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর বনু নজীরের কেউ যদি বনু কুরায়জার কাউকে হত্যা করত, তাহলে হত্যাকারীকে হত্যা না করে তার বিনিময় একশত ওয়াসাক খেজুর দেয়া হত। অথবা, বনু নজীরের হত্যাকারীর দ্বিগুণ বিনিময় মূল্য দিতে হত। তাই আল্লাহ তায়ালা কিসাসের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দিলেন। (তা ঃ ইবনে কাছীর)

فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٨١ فَمَنْ خَافَ مِنْ

ফাইন্নামা~ইছমুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়ুবাদ্দিলূনাহ ; ইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্। ১৮২। ফামান্ খা-ফা মিম্

পরিবর্তন ঘটাবে; তবে যারা পরিবর্তন করবে, এর পাপ তাদেরই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১৮২) তবে কেউ যদি ওসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্বের

مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ২২ ع ৬ রুকূ

মূস্বিন্ জ্বানাফান আও ইছমান ফাআস্বলাহ্বা বাইনাহুম ফালা~ইছমা 'আলাইহ ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম।

অথবা অন্যায়ের আশংকা করে, তারপর সে তাদের মধ্যে আপোস মিমাংসা করে দেয়, তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

١٨٢ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

১৮৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুস্ব স্বিয়া-মু কামা- কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল যেভাবে ফরয করা হয়েছিল, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ١٨٣ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى

ক্বাব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাত্তাকূন্। ১৮৪। আইয়্যা-মাম মা'দূদা-ত ; ফামান্ কা-না মিন্কুম্ মারীদ্বান্ আও 'আলা-

যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (১৮৪) তা সীমিত কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা, সফরে থাকলে, অন্য

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ

সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আয়্যা-মিন্ উখার ; ওয়া 'আলাল্লাযীনা ইয়ুত্বীকূনাহূ ফিদ্ইয়াতুন ত্বা'আ-মু মিস্কীন ;

দিনগুলোতে এ রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর যারা রোযা রাখতে অক্ষম তাদের কর্তব্য হল এর পরিবর্তে ফিদিয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ফামান্ তাত্বাওয়্যা'আ খাইরান ফাহুওয়া খাইরুল্লাহ; ওয়া আন্ তাস্বূমূ খাইরুল্লাকুম ইন্ কুনতুম তা'লামূন্।

খাদ্য খাওয়ান। যদি কেউ স্বতঃ স্ফূর্তভাবে ভাল কাজ করে সেটা তার জন্য উত্তম।

١٨٤ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ

১৮৫। শাহ্রু রামাদ্বা-নাল লাযী~উন্যিলা ফীহিল্ কুরআ-নু হুদাল্ লিন্না-সি ওয়া বাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্

(১৮৫) তোমাদের জন্য রোযা রাখাই উত্তম। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে, রমযান মাস হল সে মাস, যাতে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য

الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا

হুদা- ওয়াল ফুরক্বা-ন, ফামান্ শাহিদা মিন্কুমুশ্ শাহ্রা ফাল্ইয়াস্বুমহু ; ওয়া মান্ কা-না মারীদ্বান্

পথ প্রদর্শক এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে। আর কেউ অসুস্থ

✪ টীকা (আঃ ১৮৩) ঃ কেননা, রোযা রাখলে প্রবৃত্তিকে এর বিভিন্ন কামনা হতে বিরত রাখার অভ্যাস হবে। অভ্যাসের দৃঢ়তাই মুত্তাকী হওয়ার ভিত্তি। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৮৩) ঃ সক্ষম ব্যক্তিরও রোযা রাখতে মনে না চাইলে ফিদ্য়া দেয়ার বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। ✪ টীকা (আঃ ১৮৫) ঃ انزل فيه القران -(যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে) বর্ণিত আছে যে, এ পবিত্র কুরআন মাহে রমযানের লাইলাতুল কদরে লাওহে মাহ্ফুয থেকে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর এ কুরআন মজীদ হযরত মুহাম্মাদের (সা) উপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক অবতীর্ণ হয়েছে। (তা ঃ তাবারী শরীফ)

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

আও 'আলা- সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখার ; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্‌রা ওয়ালা- ইয়ুরীদু বিকুমুল

হলে, অথবা, সফর অবস্থায় থাকলে সে তা অন্য দিনগুলোতে পূর্ণ করবে, আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সহজটাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তিনি তা

الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

'উসর, ওয়া লিতুক্‌মিলুল্ 'ইদ্দাতা ওয়া লিতুকাব্বিরুল্লা-হা 'আলা-মা- হাদা-কুম্ ওয়া লা'আল্লাকুম্

চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে আর তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করার কারণে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ

তাশকুরূন্। ১৮৬। ওয়া ইযা- সাআলাকা 'ইবা-দী 'আন্নী ফাইন্নী ক্বারীব ; উজীবু দা'ওয়াতাদ্

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৮৬) আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে, (তখন আপনি বলুন) আমি তো খুবই নিকটে। যখন কোন আহ্বানকারী

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

দা-'ই ইযা-দা'আ-নি ফাল্ ইয়াস্‌তাজীবূ লী ওয়াল্ ইয়ু'মিনূ বী লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌শুদূন্।

আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়।

﴿١٨٧﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ

১৮৭। উহ্বিল্লা লাকুম লাইলাতাস্ব স্বিয়া-মির্ রাফাছু ইলা- নিসা—ইকুম; হুন্না লিবা-সুল্ লাকুম্ ওয়া আন্‌তুম্

(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের ভূষণ;

لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ

লিবা-সুল্ লাহুন্না ; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্ কুন্‌তুম্ তাখ্‌তা-নূনা আন্‌ফুসাকুম্ ফাতা-বা

আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি খেয়ানত করতেছিলে। তারপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন এবং তোমাদেরকে

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

'আলাইকুম ওয়া 'আফা- 'আন্‌কুম্, ফাল্‌আ-না বা-শিরূহুন্না ওয়াব্‌তাগূ মা- কাতাবাল্লা-হু লাকুম্

ক্ষমা করে দিলেন। এখন তোমরা তাদের (নিজ স্ত্রী) সাথে মেলা মেশা কর এবং সন্ধান কর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

ওয়া কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ হাত্তা- ইয়াতাবাইয়্যানা লাকুমুল্ খাইত্বুল্ আব্‌ইয়াদু মিনাল্ খাইত্বিল আসওয়াদি

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশিত হয়

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৮৬) ঃ واذا سألك عبادى – জনৈক আরব হুজুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রভূ কি আমাদের নিকটে আছেন না দূরে আছেন? যদি নিকটে থেকে থাকেন, তবে আমরা তাঁর সাথে গোপনে কথা বলব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন তবে আমরা তাঁকে উচ্চঃস্বরে আহ্বান করব। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) চুপ হয়ে রইলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল। (তাঃ ইবনে কাসীর)

✪ টীকা (আঃ ১৮৭) ঃ وابتغوا ما كتب الله – অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুযে স্থিরীকৃত করেছেন স্ত্রী গমন দ্বারা তোমাদের তাই কাম্য হওয়া উচিত। কেবল যৌন চাহিদা পূরণই যেন সার না হয়। (তা ঃ উসমানী)

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

মিনাল ফাজ্বর, ছুম্মা আতিমমুস্ব স্বিয়া-মা ইলাল্ লাইল, ওয়ালা- তুবা-শিরূহুন্না ওয়া আন্তুম্ 'আ-কিফূনা

অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর এবং তোমরা স্ত্রী সংসর্গে যেওনা যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাকবে।

فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ফিল্ মাসা-জ্বিদ ; তিল্কা হুদূদুল্লা-হি ফালা-তাক্বরাবূহা, কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু

এই হল আল্লাহর সীমারেখা, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতগুলো মানুষদের জন সুস্পষ্টভাবে

آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

আ-য়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূন্। ১৮৭। ওয়ালা- তা'কুলূ~আম্ওয়া- লাকুম্ বাইনাকুম্ বিল্ বা-ত্বিলি

বর্ণনা করেন। যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। (১৮৭) তোমরা একে অপরের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

ওয়া তুদ্লূ বিহা~ইলাল্ হুক্কা-মি লিতা'কুলূ ফারীক্বাম্ মিন্ আম্ওয়া-লিন্ না-সি বিল্ ইছমি

এবং মানুষের সম্পদের কিয়দাংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের নিকট পেশ করো না। অথচ তোমরা

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

ওয়া আন্তুম তা'লামূন্। ১৮৯। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল আহিল্লাহ ; কুল হিয়া মাওয়া-ক্বীতু লিন্না-সি

তা জান। (১৮৯) (হে নবী)! লোকেরা আপনাকে নূতন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, আপনি বলুন, এটা মানুষের জন্য সময় নির্ণয়

২৩ ع ৭ রুকূ

وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ

ওয়ালহাজ্জ্ব ; ওয়া লাইসাল্ বিরূ বিআন্ তা'তুল্ বুয়ূতা মিন্ যুহূরিহা- ওয়ালা- কিন্নাল বির্রা

ও হজ্বের মাস নির্ণয়ের মাধ্যম এবং পেছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোনই পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ পরহেজগারী

مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

মানিত্তাক্বা, ওয়া'তুল্ বুয়ূতা মিন্ আব্ওয়া-বিহা- ওয়াত্তাকুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্।

অবলম্বন করলে। অতএব তোমরা গৃহে সদর দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

﴿١٩٠﴾ ওয়া ক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হিল লাযীনা ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ ওয়ালা- তা'তাদূ; ইন্নাল্লা-হা

(১৯০) আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু (যুদ্ধে) সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৯০) ঃ হিজরী ষষ্ঠ সালে রাসূল (সা) সাহাবাগণসহ ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন, কিন্তু কাফেররা রাসূল (সা)-কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিল। পরিশেষে স্থিরিকৃত হল যে, পরবর্তী বছর তিন দিনের জন্য মক্কাকে রাসূলের জন্য মুক্ত করে দেবে। পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে রাসূল সদলবলে মক্কা রওয়ানা হলেন। যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব এ চারি মাস সম্মানিত মাস। এ মাসগুলিতে যুদ্ধ করা হারাম। কাজেই মুসলমানরা ইতস্ততঃ করতে লাগল, যদি কাফেররা ওয়াদা ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমরা আত্মরক্ষা করব কিরূপে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। (বঃ কোঃ)

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ

লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্। ১৯১। ওয়াক্বতুলূহুম্ হ্বাইছু ছাক্বিফতুমূহুম ওয়া আখরিজূহুম মিন

সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (১৯১) আর তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ

হ্বাইছু আখরাজূকুম্ ওয়াল্ ফিত্নাতু আশাদ্দু মিনাল্ ক্বাত্ল, ওয়ালা- তুক্বা-তিলূহুম্ 'ইন্দাল

বহিষ্কার করেছে, তোমরাও তাদেরকে সে স্থান হতে বহিষ্কার করবে। আর ফিতনা (বিশৃংখলা) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। আর

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ

মাস্জিদিল্ হ্বারা-মি হ্বাত্তা- ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ফীহ, ফাইন্ ক্বা-তালূকুম্ ফাক্বতুলূহুম্ ;

মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর না যতক্ষণ না তারা সেথায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; তবে

كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩٢﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٣﴾ وَقَاتِلُوهُمْ

কাযা-লিকা জ্বাযা—উল্ কা-ফিরীন্। ১৯২। ফাইনিন্ তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম্। ১৯৩। ওয়া ক্বা-তিলূহুম্

তোমরা তাদের হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের শাস্তি। (১৯২) তারপর যদি তারা বিরত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৯৩) তাদের সাথে

حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

হ্বাত্তা- লা-তাকূনা ফিত্নাতুও ওয়া ইয়াকূনাদ্ দীনু লিল্লা-হ্ ; ফাইনিন তাহাও ফালা-'উদ্ওয়া-না

ততক্ষণ যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ ফিৎনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয়, তবে

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٤﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ

ইল্লা- 'আলায্ য্বা-লিমীন্। ১৯৪। আশ্ শাহ্রুল্ হ্বারা-মু বিশ্ শাহ্রিল্ হ্বারা-মি ওয়াল্ হ্বুরুমা-তু ক্বিস্বা-স্ব ;

জালিমদের ছাড়া আর কারো উপর বাড়াবাড়ি চলবে না। (১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বিনিময়ে। আর সম্মান রক্ষায়ও কিসাস (বদলা) রয়েছে।

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

ফামানি'তাদা- 'আলাইকুম ফা'তাদূ 'আলাইহি বিমিছলি মা'তাদা- 'আলাইকুম্, ওয়াত্তাকুল্লা-হা

সুতরাং যে কেউ তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও সমপরিমাণে তার উপর বাড়াবাড়ি করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٥﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা মা'আল মুত্তাক্বীন্। ১৯৫। ওয়া আন্ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়ালা- তুল্কূ বিআইদীকুম্

এবং জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (১৯৫) আর আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের

إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٦﴾ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

ইলাত্ তাহ্লুকাতি ওয়া আহ্সিনু, ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহ্বিব্বুল্ মুহ্সিনীন। ১৯৬। ওয়া আতিম্মুল্ হ্বাজ্জা

মুখে নিক্ষেপ কর না। আর তোমরা সৎকর্ম কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (১৯৬) তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্

وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا

ওয়াল্ 'উম্‌রাতা লিল্লা-হ ; ফাইন্ উহ্‌স্বির্‌তুম্ ফামাস্‌তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌য়ি, ওয়ালা- তাহ্লিক্বূ

ও ওমরা পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও; তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। আর তোমাদের মাথা

رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى

রুউসাকুম্ হাত্তা-ইয়াব্‌লুগাল হাদইয়ু মাহিল্লা-হ ; ফামান্ কা-না মিন্‌কুম্ মারীদ্বান্ আও বিহী~আযাম্

মুন্ডন করো না যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌছে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা মাথায় যদি কোন

مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ٚ فَمَنْ تَمَتَّعَ

মির্ রা'সিহী ফাফিদ্‌ইয়াতুম্ মিন স্বিয়া-মিন্ আও স্বাদাক্বাতিন আও নুসুক, ফাইযা~আমিন্‌তুম ফামান তামাত্তা'আ

ব্যাধি থাকে, তবে তার জন্য রোযা, সদকা অথবা, কুরবানী দ্বারা ফেদিয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন যদি কেউ

بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ

বিল 'উম্‌রাতি ইলাল্ হাজ্বজ্বি ফামাস্ তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌য়ি, ফামাল্ লাম ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু ছালা-ছাতি

হজ্ব ও ওমরা একত্রে করে লাভবান হতে চায় তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে। আর যে ব্যক্তি তা (কুরবানী) না পায় সে হজ্জের সময় তিনদিন

اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ

আইয়্যা-মিন্ ফিল্ হাজ্বজ্বি ওয়া সাব্'আতিন ইযা-রাজ্বা'তুম্ ; তিল্‌কা 'আশারাতুন্ কা-মিলাহ ; যা-লিকা লিমাল্

রোযা রাখবে আর প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন এ পূর্ণ দশদিন রোযা রাখবে। এটা তার জন্য যার, পরিজন

لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

লাম্ ইয়াকুন্ আহ্‌লুহূ হা-দ্বিরিল্ মাস্‌জ্বিদিল্ হারা-ম ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা

মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর আল্লাহকে ভয়কর এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا ২৪

শাদীদুল 'ইক্বা-ব্। ১৯৭। আল্‌হাজ্বজ্বু আশ্‌হুরুম্ মা'লূমা-ত, ফামান্ ফারাদ্বা ফীহিন্নাল্ হাজ্বজ্বা ফালা- ع ৮ রুকূ ৮

শান্তিদাতা। (১৯৭) হজ্বের মাসগুলো সুবিদিত, অতএব যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে নেয়, তার জন্য হজ্বের

رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ (সাঃ) নবী

রাফাছা ওয়ালা- ফুসূক্বা ওয়ালা- জ্বিদা-লা ফিল্ হাজ্বজ্ব ; ওয়ামা- তাফ্'আলূ মিন খাইরিইঁ ইয়া'লাম্ হুল্লা-হ।

সময় স্ত্রী সম্ভোগ, পাপকার্য, ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। আর তোমরা যে সকল উত্তম কাজ কর তা আল্লাহ জানেন।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ ওয়াক্‌ফুন

ওয়া তাযাওয়্যাদূ ফাইন্না খাইরায যা-দিত্ তাক্বওয়া-, ওয়াত্তাকূনি ইয়া~উলিল্ আল্‌বা-ব্। ৩

আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। বস্তুতঃ তাকওয়া হল সর্বোত্তম পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

১৯৮। লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্ তাব্তাগূ ফাদ্বলাম্ মির্ রাব্বিকুম্ ; ফাইযা~আফাদ্বতুম্ মিন্

(১৯৮) তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত অনুগ্রহ অন্বেষণ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অতঃপর তোমরা যখন আরাফাত হতে

عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ

'আরাফা-তিন্ ফায্কুরুল্লা-হা 'ইন্দাল্ মাশ্'আরিল্ হ্বারা-মি ওয়ায্কুরূহু কামা-হাদা-কুম্,

(তাওয়াফের জন্য) প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরিল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আর আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٩﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

ওয়া ইন্ কুন্তুম্ মিন্ ক্বাব্লিহী লামিনাদ্ দ্বা—ল্লীন্। ১৯৯। ছুম্মা আফীদূ মিন্ হ্বাইছু আফা-দ্বান্

যদিও ইতিপূর্বে তোমরা এ ব্যাপারে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১৯৯) অতঃপর মানুষ যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ

না-সু ওয়াস্তাগ্ফিরুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ২০০। ফাইযা-ক্বাদ্বাইতুম্ মানা-

(তাওয়াফের জন্য) প্রত্যাবর্তন কর। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২০০) অতঃপর যখন তোমরা হজ্বের

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ

সিকাকুম ফায্কুরুল্লা-হা কাযিক্রিকুম্ আ-বা—আকুম্ আও আশাদ্দা যিক্রা ; ফামিনান্ না-সি

অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করবে তখন আল্লাহকে তোমরা এভাবে স্মরণ করবে যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা, তার চেয়ে বেশী

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠١﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ

মাইঁয়াকূলু রাব্বানা~আ-তিনা- ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়ামা-লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্ খালা-ক্ব। ২০১। ওয়া মিন্হুম্ মাইঁ

আল্লাহকে স্মরণ কর। মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতেই দাও। বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর

يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

ইয়াকূলু রাব্বানা~আ-তিনা- ফিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতাওঁ ওয়া' ফিল্ আ-খিরাতি হ্বাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র।

তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

২০২। উলা—ইকা লাহুম্ নাস্বীবুম্ মিম্মা- কাসাবূ ; ওয়াল্লা-হু সারী'উল্ হ্বিসা-ব্। ২০৩। ওয়ায্ কুরুল্লা-হা

(২০২) তাদের জন্যই রয়েছে প্রাপ্য অংশ যা তারা অর্জন করেছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (আইয়ামে তাশরীক)

✪ দোয়া (আঃ ২০০) ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক রোগাক্রান্ত অসুস্থ মুসলমানকে পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেন যে, রুগিটি একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করেছ? সে বলল, হ্যাঁ! আমি এ প্রার্থনা করেছিলাম, হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিবেন সে শাস্তি আমাকে দুনিয়াতে ভোগ করিয়ে নিন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! কারো কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে? এখন তুমি ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار এ দোয়াটি পড়। অতঃপর রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে এ দোয়াটি পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করেন। (ইবনে কাছীর)

فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ

ফী~আইয়্যা-মিম্ মা'দূদা-ত; ফামান্ তা'আজ্জালা ফী ইয়াওমাইনি ফালা~ইছমা 'আলাইহ, ওয়ামান তাআখ্খারা

আল্লাহ স্মরণ কর, অতঃপর যে ব্যক্তি দু' দিনে সম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি চলে আসে, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তাতেও তার কোন

فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

ফালা~ইছমা 'আলাইহি লিমানিত্তাক্বা ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাকুম্ ইলাইহি তুহ্শারূন্।

পাপ নেই। অবশ্য এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

٢٠٤ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ

২০৪। ওয়া মিনান্ না-সি মাইঁ ইয়ু'জিবুকা ক্বাওলুহূ ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া ইয়ুশ্হিদুল্লা-হা 'আলা- মা- ফী

(২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে মুগ্ধ করবে। আর তার অন্তরে

قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ٢٠٥ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا

ক্বাল্বিহী ওয়া হুওয়া আলাদ্দুল্ খিস্বা-ম। ২০৫। ওয়া ইযা- তাওয়াল্লা- সা'আ- ফিল্ আর্দ্বি লিইয়ুফসিদা ফীহা-

যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। মূলতঃ সে ভীষণ ঝগড়াটে। (২০৫) আর যখন সে ফিরে যায়, তখন সে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে

وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ٢٠٦ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ

ওয়া ইয়ুহলিকাল হ্বার্ছা ওয়ান্নাসলা ; ওয়াল্লা-হু লা-ইয়ুহ্বিব্বুল্ ফাসা-দ। ২০৬। ওয়াইযা- ক্বীলা লাহুত্

এবং ফসলাদি ও জীব জন্তুর বংশাবলী ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয়

اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ٢٠٧ وَمِنَ

তাক্বিল্লা-হা আখাযাত্হুল্ 'ইয্যাতু বিল্ ইছমি ফাহ্বাস্বুহূ জ্বাহান্নাম ; ওয়ালা বি'সাল মিহা-দ্। ২০৭। ওয়া মিনান্

আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্ম অহংকার তাকে পাপকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (২০৭) মানুষের

النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

না-সি মাইঁ ইয়াশ্রী নাফসাহুব্তিগা—আ মারদ্বা-তিল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু রাঊফুম্ বিল'ইবা-দ্।

মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

٢٠٨ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۠ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

২০৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুদ্ খুলূ ফিস্ সিল্মি কা—ফ্ফাহ, ওয়ালা- তাত্তাবি'উ খুতুওয়া-তিশ্

(২০৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।

○ টীকা (আঃ ২০৩) ঃ ايام معدودت – নির্দিষ্ট দিনগুলোর অর্থ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো। কুরবানীর জন্তু যবেহ করার দিন এবং তার পরবর্তী তিন দিনকে আইয়ামে তাশরীক বলে।

○ শানে নুযুল (আঃ ২০৫) ঃ واذا تولى – আখনাস ইবনে শুরাইক নামে এক মুনাফিক অত্যন্ত বাকপটু ও মুখর ছিল। সে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসত, তখন চরম নিষ্ঠা ও ইসলাম প্রীতি প্রকাশ করত। আর যখন ফিরে যেত তখন কারো ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দিত। কারো পশুর পা কেটে ফেলত। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তা ঃ উসমানী)

الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ

শাইত্বা-ন ; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওউম্ মুবীন্। ২০৯। ফাইন্ যালাল্তুম্ মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আত্কুমুল্
নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও যদি তোমরা বিচ্যুত হও;

الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ

বাইয়ি না-তু ফা'লামূ~আন্নাল্লা-হা 'আযীযন্ হাকীম্। ২১০। হাল ইয়ানয়ুরূনা ইল্লা~আইয়া'তিয়া হুমুল্লা-হু
তবে জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২১০) তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা

২৫ ع ১৪ ৯ রুকু

فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۠

ফী যুলালিম্ মিনাল্ গামা-মি ওয়াল্ মালা—ইকাতু ওয়া কুদ্বিয়াল্ আমর ; ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজ্বা'উল্ উমূর।
ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? সকল বিষয় তো আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

﴿٢١٠﴾ سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ ۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ

২১১। সাল্ বানী~ইসরা—ঈলা কাম্ আ-তাইনা-হুম মিন্ আ- য়াতিম্ বাইয়্যিনাহ ; ওয়া মাঁই ইয়ুবাদ্দিল নি'মাতাল্লা-হি
(২১১) বনী ইসরাঈলগণকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। আল্লাহর অনুগ্রহ কারো কাছে

مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا

মিম্ বা'দি মা-জ্বা—আত্হু ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ২১২। যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল্
আসার পর যে ব্যক্তি তা পরিবর্তন করবে; (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ অবশ্যই কঠিন শাস্তিদাতা। (২১২) কাফিরদের নিকট এ

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ

হায়া-তুদ্ দুন্ইয়া- ওয়া ইয়াস্খারূনা মিনাল্লাযীনা আমানূ। ওয়াল্লাযীনাত্তাক্বাও ফাওক্বাহুম্
পার্থিব জীবন খুবই সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে; তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা উপহাস করে থাকে। অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়ারযুকু মাঁই ইয়াশা—উ বিগাইরি হিসা-ব্। ২১৩। কা-নান্ না-সু উম্মাতাওঁ
কিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে উর্ধে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অগণিত রিযিক দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত।

وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

ওয়া-হিদাতান্ ফাবা'আছাল্লা-হুন্ নাবিইয়্যীনা মুবাশ্শিরীনা ওয়া মুন্যিরীনা ওয়া আন্যালা মা'আহুমুল্ কিতা-বা
অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেন সত্যসহ কিতাব।

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا

বিল্হাক্বক্বি লিইয়াহ্কুমা বাইনান্ না-সি ফীমাখ্তালাফূ ফীহ ; ওয়ামাখ্তালাফা ফীহি ইল্লাল্
যাতে তা দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক মতভেদগুলো ফয়সালা করে নেয়। আর যাদেরকে তা (কিতাব)

الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ

লাযীনা উতূহু মিম্ বা'দি মা-জ্বা—আত্হুমুল বাইয়্যিনা-তু বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম্, ফাহাদাল্লা-হুল্

দেয়া হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও তারা পরস্পরিক বিদ্বেষ ও হিংসা বশতঃ তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ তায়ালা

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

লাযীনা আ-মানূ লিমাখ্তালাফূ ফীহি মিনাল্ হ্বাক্বক্বি বিইযনিহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ

ঈমানদারগণকে সে সত্য বিষয়ে হেদায়াত দান করেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করতেছিলে। আল্লাহ যাকে চান তাকে সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করেন।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٤﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ

ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ২১৪। আম্- হ্বাসিব্তুম্ আন্ তাদ্খুলুল্ জ্বান্নাতা ওয়া লাম্মা- ইয়া'তিকুম্ মাছালুল্

(২১৪) তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা (সোজা সুজি) জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের নিকট এখনও

الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ

লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ; মাস্সাত্হুমুল বা'সা—উ ওয়াদ্ দ্বার্রা—উ ওয়া যুল্যিলূ হ্বাত্তা- ইয়াক্বূলার

পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি। তাদের উপর অর্থ সংকট, দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত এসেছিল, এমনকি

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ মাতা- নাস্বরুল্লা-হ ; আলা~ইন্না নাস্বরাল্লা-হি ক্বারীব্।

রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? শোন! আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ﴿٢١٥﴾

২১৫। ইয়াসআলূনাকা মা-যা- ইয়ুন্ফিক্বূন ; ক্বুল্ মা~আন্ফাক্বতুম্ মিন্ খাইরিন্ ফালিল্ ওয়া-লিদাইনি

(২১৫) লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যে মাল তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা,

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

ওয়াল্ আক্বরাবীনা ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াব্নিস্ সাবীল ; ওয়ামা- তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে। আর তোমরা কল্যাণমূলক যে কাজই কর না কেন, নিশ্চয়ই

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٦﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ

ফাইন্নাল্লা-হা বিহী 'আলীম্। ২১৬। কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু ওয়া হুওয়া কুরহুল্লাকুম্, ওয়া 'আসা~

আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (২১৬) তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হল, যদিও তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। হয়ত কোন বিষয় তোমরা

أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

আন্ তাক্রাহূ শাইআওঁ ওয়া হুওয়া খাইরুল্লাকুম্, ওয়া 'আসা~আন্ তুহ্বিব্বূ শাইআওঁ ওয়া হুওয়া শাররুল্লাকুম্ ;

অপছন্দ কর, অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এটাও হতে পারে, যে বিষয় তোমরা পছন্দ কর সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।

২৬ ع ৬ ১০ রুকূ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٧﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ

ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম লা- তা'লামূন। ২১৭। ইয়াসআলূনাকা 'আনিশ্ শাহ্রিল্ হ্বারা-মি ক্বিতা-লিন্ ফীহ্ ;

মূলতঃ আল্লাহ (যা) জানেন, তোমরা (তা) জান না। (২১৭) লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা সম্পর্কে।

قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ

কুল্ ক্বিতা-লুন্ ফীহি কাবীর ; ওয়া স্বাদ্দুন্ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া কুফ্রুম্ বিহী ওয়াল্ মাস্জ্বিদিল্ হ্বারা-ম,

আপনি বলুন, এতে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ। তবে আল্লাহর পথে বাধা দান আর আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়া

وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ

ওয়া ইখ্রা-জু আহ্লিহী মিন্হু আক্বারু 'ইন্দাল্লা-হ, ওয়াল্ ফিত্নাতু আক্বারু মিনাল্ ক্বাত্ল ; ওয়ালা- ইয়াযা-লূনা

এবং অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও জঘন্য। তারা

يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ

ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ হ্বাত্তা- ইয়ারুদ্দূকুম্ 'আন্ দীনিকুম্ ইনিস্তাত্বা-'উ; ওয়া মাই ইয়ারতাদিদ্

সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।

مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا

মিন্কুম্ 'আন্ দীনিহী ফাইয়ামুত ওয়া হুওয়া কা-ফিরুন ফাউলা—ইকা হ্বাবিত্বাত আ'মা-লুহুম ফিদ্ দুনইয়া-

আর তোমাদের মধ্যে যে লোক তার দ্বীন থেকে ফিরে গেল, অতঃপর সে কুফরী অবস্থায় মারা গেল, তার দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ

وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ওয়াল্ আ-খিরা, ওয়া উলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-রি, হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ২১৮। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ

হয়ে যাবে। আর তারা হবে জাহান্নামী এবং সর্বদা জাহান্নামেই অবস্থান করবে। (২১৮) যারা ঈমান এনেছে

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ

ওয়াল্লাযীনা হা-জ্বারূ ওয়া জ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি উলা—ইকা ইয়ারজূনা রাহ্মাতাল্লা-হ ;

এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٩﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ

ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২১৯। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল খাম্রি ওয়াল্ মাইসির ; কুল্ ফীহিমা~ইছমুন্ কাবীরুওঁ

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২১৯) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহা পাপ

○ টীকা (আঃ ২১৭) ঃ মুরতাদদের পার্থিব কর্মের ব্যর্থতা ঃ মুরতাদ হলে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে, তার কোন নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু হলে সে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না, মুসলমান থাকা কালে যত নেক আমল করেছিল সমস্ত বিনষ্ট হবে, মৃত্যু হলে তার জানাযার নামায পড়া যাবে না, মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। ○ শানে নুযূল (আঃ ২১৭) ঃ اكبر عند الله ..... وصد عن سبيل الله - মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদুল হারামে যতে বাঁধা দেয় ও তাঁকে বিরত রাখে। তাই আল্লাহ তায়ালা তার নবীর জন্য পরবর্তী বছর হতে নিষিদ্ধ মাসসমূহকে উন্মুক্ত করে দেন। ফলে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বলে দোষারোপ করতে লাগল যে, তিনি নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ط وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ق

ওয়া মানা- ফি'উ লিন্না-সি ওয়া ইছমুহুমা~আক্বারু মিন্ নাফ্'ইহিমা ; ওয়া ইয়াস্আলূনাকা মা-যা-ইয়ুন্ফিকূন ;
এবং মানুষের জন্য (পার্থিব) উপকারও রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ, উপকার হতে অনেক বেশী। লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবে?

قُلِ ٱلْعَفْوَ ط كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩ فِى ٱلدُّنْيَا

কুলিল্ 'আফ্ওয়া ; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-য়া-তি লা'আল্লাকুম্ তাতাফাক্কারূন। ২২০। ফিদ্ দুন্ইয়া-
আপনি বলুন, প্রয়োজনীয় খরচের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা খরচ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আহকাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (২২০) যাতে তোমরা

وَٱلْـَٔاخِرَةِ ط وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ط قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَإِن

ওয়াল্ আ-খিরাহ্; ওয়া ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ ইয়াতা-মা ; কুল্ ইস্বলা-হুল্ লাহুম্ খাইর ; ওয়া ইন্
ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করতে পার; আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, তাদের কল্যাণ করাই উত্তম। যদি তাদের মাল

تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ط وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ

তুখা-লিতূহুম্ ফাইখওয়া-নুকুম্ ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামুল্ মুফ্সিদা মিনাল্ মুস্বলিহ্ ; ওয়ালাও শা—আল্লা-হু
তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে দাও, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে

لَأَعْنَتَكُمْ ط إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٢٢٠ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ط

লাআ'নাতাকুম ; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্। ২২১। ওয়া লা-তান্কিহুল্ মুশ্রিকা-তি হাত্তা- ইয়ু'মিন্না ;
তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২২১) মুশরিক মহিলাদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ

ওয়ালাআমাতুম মু'মিনাতুন্ খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকাতিওঁ ওয়ালাও আ'জ্বাবাত্কুম, ওয়ালা-তুন্কিহুল্ মুশ্রিকীনা
বিবাহ কর না। ঈমানদার দাসী মুশরিক নারী হতে উত্তম। যদিও মুশরিক নারী তোমাদের কাছে মনপুতঃ। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ط أُو۟لَٰٓئِكَ

হাত্তা- ইয়ুমিনূ ; ওয়ালা 'আবদুম্ মু'মিনুন্ খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকিওঁ ওয়া লাও আ'জ্বাবাকুম ; উলা—ইকা
পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না। মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে

يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ج وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ج وَيُبَيِّنُ

ইয়াদ'উনা ইলান্ না-র, ওয়াল্লা-হু ইয়াদ্'উ~ইলাল্ জ্বান্নাতি ওয়াল্ মাগ্ফিরাতি বিইয্নিহ্, ওয়া ইয়ুবাইয়্যিনু
জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন। আর তিনি মানুষদেরকে

ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝٢٢١ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ أَذًى ل

আ-য়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ২২২। ওয়া ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ মাহীদ্ব ; কুল্ হুওয়া আযান্
তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) লোকেরা আপনাকে হায়েয (মহিলাদের ঋতু) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন,

ع ২৭ ১১ রুকূ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

ফা'তাযিলুন্ নিসা—আ ফিল্ মাহীদ্বি ওয়ালা-তাক্বরাবূহুন্না হ্বাত্তা-ইয়াত্বহুরনা, ফাইযা-তাত্বাহ্হারনা-

তা অপবিত্র। সুতরাং তোমরা হায়েয অবস্থায় মহিলাদের থেকে আলাদা থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যখন তারা পবিত্র হবে

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

ফা'তূহুন্না মিন্ হ্বাইছু আমারাকুমুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহ্বিব্বুত্ তাওয়্যা-বীনা ওয়া ইয়ুহ্বিব্বুল

তখন তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ

মুতাত্বাহ্হিরীন্। ২২৩। নিসা—উকুম হ্বারছুল্ লাকুম্ ফা'তূ হ্বারছাকুম আন্না-শি'তুম্

ভালবাসেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর। আর

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٤﴾

ওয়া ক্বাদ্দিমূ লিআনফুসিকুম ; ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাকুম্ মুলা-কূহু ; ওয়া বাশ্শিরিল্ মু'মিনীন্।

তোমরা নিজেদের জন্য পূর্বেই কিছু কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ

﴿٢٢٤﴾ ওয়ালা- তাজ্'আলুল্লা-হা 'উর্দ্বাতাল লিআইমা-নিকুম্ আন্ তাবাররূ ওয়াতাত্তাকূ ওয়া তুস্বলিহূ বাইনান্

(২২৪) তোমরা শপথের দ্বারা আল্লাহর নামকে প্রতিবন্ধক বানিয়ো না কল্যাণমূলক কাজ, পরহেজগারী ও মানুষের মধ্যে আপোস

النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

না-স ; ওয়াল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ২২৫। লা-ইয়ুআ-খিযুকুমুল্লা-হু বিল্লাগ্ওয়ি ফী~আইমা-নিকুম

ব্যাপারে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২২৫) আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না।

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَّلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

ওয়ালা-কিইঁ ইয়ুআ-খিযুকুম্ বিমা- কাসাবাত্ কূলূবুকুম্, ওয়াল্লা-হু গাফূরুন্ হ্বালীম্।

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কৃতসংকল্পের জন্য পাকড়াও করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মহা ধৈর্যশীল।

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

﴿٢٢٦﴾ লিল্লাযীনা ইয়ু'লূনা মিন্ নিসা—ইহিম্ তারাব্বুসু আরবা'আতি আশহুর, ফাইন্ ফা—উ ফাইন্নাল্লা-হা

(২২৬) যারা নিজ স্ত্রীদের কাছে গমন না করার কসম করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ

○ টীকা (আঃ ২২২) ঃ হায়যের বিধান ঃ যৌবন প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাবকে হায়েয বলে। এ সময় সহবাস, রোযা, নামায সব কিছু নিষিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের বাইরে যে রক্তস্রাব হয়, সেটা রোগ বিশেষ। তখন সহবাস ও নামায, রোযা বৈধ। ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজকরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীলোকের সাথে পানাহার ও এক ঘরে বসবাস অবৈধ মনে করত। অপর দিকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সহবাসও পরিহার করত না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাযিল হয়। তিনি এ সম্পর্কে স্বার্থহীন ভাষায় বলেছেন- রজঃস্রাবকালে স্ত্রী গমন হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার ও একত্রে বসবাস জায়েয। ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি ও খ্রিষ্টানদের শৈথিল্য উভয় প্রকার ভ্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য। (তা ঃ উসমানী)

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ

গাফূরুর্ রাহীম্। ২২৭। ওয়া ইন্ 'আযামুত্ব ত্বালা-ক্বা ফাইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম। ২২৮। ওয়াল্ মুত্বাল্লাক্বা-তু

ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (২২৭) আর যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২২৮) তালাক প্রাপ্তা

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

ইয়াতারাব্বাস্বনা বিআনফুসিহিন্না ছালা-ছাতা কুরূ—ই; ওয়ালা- ইয়াহিল্লু লাহুন্না আইঁইয়াক্‌তুম্‌না মা- খালাক্বাল্লা-হু

স্ত্রীগণ তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে। আর তাদের জন্য বৈধ হবে না আল্লাহ যা তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা।

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ

ফী~আর্‌হা-মিহিন্না ইন্ কুন্না ইয়ু'মিন্না বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খির ; ওয়া বু'উলাতুহুন্না আহাক্কু

যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। আর তবে যদি তারা সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাদের স্বামীগণই এ সময়ের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে আনার

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

বিরাদ্দিহিন্না ফী যা-লিকা ইন্ আরা-দূ~ইস্বলা-হা ; ওয়া লাহুন্না মিছলুল্লাযী 'আলাইহিন্না

অধিক হকদার। স্ত্রীদের উপর পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষের উপর

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾ الطَّلَاقُ

বিল্‌মা'রূফি ওয়া লিররিজা-লি 'আলাইহিন্না দারাজাহ ; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ২২৯। আত্ত্বালা-কু

ন্যায়সংগত। তবে তাদের (স্ত্রীদের) উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। (২২৯) তালাক (রেজঈ)

مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن

মাররাতা-নি ফাইম্‌সা-কুম্ বিমা'রূফিন আও তাস্‌রীহুম্ বি ইহ্‌সা-ন ; ওয়ালা- ইয়াহিল্লু লাকুম্ আন্

দু' বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়সংগতভাবে রেখে দিবে অথবা, সদয়ভাবে বর্জন করবে। আর তোমাদের জন্য বৈধ হবে না তোমরা

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ

তা'খুযূ মিম্মা~আ-তাইতুমূহুন্না শাইআন্ ইল্লা~আইঁ ইয়াখা-ফা~আল্লা-ইয়ুক্বীমা হুদুদাল্লা-হ ;

যা কিছু স্ত্রীদেরকে দিয়েছ তা থেকে কিছুগ্রহণ করা। হাঁ, তবে যদি তারা উভয় আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে না পারার আশংকা করে।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

ফাইন্ খিফ্‌তুম্ আল্লা- ইয়ুক্বীমা- হুদূদাল্লা-হি ফালা-জুনা-হা 'আলাইহিমা- ফীমাফ্ তাদাত্ বিহ;

অতএব তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা (উভয়) আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না। তাহলে স্ত্রী অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কিছু প্রদান করলে

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

তিল্‌কা হুদূদুল্লা-হি ফালা-তা'তাদূহা, ওয়া মাইঁ ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি ফাউলা—ইকা হুমুয

তাতে উভয়ের কোন পাপ হবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা। খবরদার! সীমা অতিক্রম কর না। আর যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করবে তারাই

الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ

যা-লিমূন্ । ২৩০ । ফাইন্ ত্বাল্লাক্বাহা- ফালা- তাহিল্লু লাহূ মিম্ বা'দু হাত্তা- তান্‌কিহা যাওজান্ গাইরাহূ ;

জালিম। (২৩০) অতঃপর যদি তাকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না। অতঃপর যদি

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ

ফাইন্ ত্বাল্লাক্বাহা- ফালা- জুনা-হা 'আলাইহিমা~আঁই ইয়াতারাজা'আ~ইন্ যান্না~আঁই ইয়ুক্বীমা- হুদূদাল্লা-হ্ ;

সে স্বামী তাকে তালাক দেয় আর তারা যদি উভয়ে মনে করে যে, আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কোন গুনাহ নেই।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣١﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ

ওয়া তিল্‌কা হুদূদুল্লা-হি ইয়ুবাইয়্যিনুহা- লিক্বাওমিঁই ইয়া'লামূন্ । ২৩১ । ওয়া ইযা- ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ ফাবালাগ্‌না

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করেন। (২৩১) যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও অতঃপর তারা সমাপ্ত

اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ

আজ্বালাহুন্না ফাআম্‌সিকূহুন্না বিমা'রূফিন আও সার্‌রিহূহুন্না বিমা'রূফ, ওয়ালা- তুম্‌সিকূহুন্না

করে নেয় তাদের ইদ্দতকাল। তখন হয় তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের রেখে দাও অথবা, শালীনতার সাথে বর্জন কর। আর ক্ষতি

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ

দ্বিরা-রাল্ লিতা'তাদূ, ওয়া মাই ইয়াফ'আল যা-লিকা ফাক্বাদ্ যালামা নাফ্‌সাহ্ ; ওয়ালা- তাত্তাখিযূ~আ- য়া-তিল্লা-হি

করে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখ না। আর যে এরূপ করবে সে নিজের প্রতিই জুলুম করবে। আর তোমরা বানিয়ো না আল্লাহর নির্দেশকে

هُزُوًا ۟ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ

হুযুওয়াওঁ ওয়ায্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়ামা~আন্‌যালা 'আলাইকুম্ মিনাল্ কিতা-বি

তামাশার বস্তু। তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ যে নিয়ামত তোমাদেরকে দান করেছেন সেগুলো। আর তোমাদের উপর যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন,

وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۠

ওয়াল্ হিক্‌মাতি ইয়া'ইযুকুম্ বিহ ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাই ইন্ 'আলীম্।

যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয় ভালভাবে জানেন।

﴿٢٣٢﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ

২৩২ । ওয়া ইযা- ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ ফাবালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফালা- তা'দুলূহুন্না আঁই ইয়ান্‌কিহ্‌না

(২৩২) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকাল সমাপ্ত করে, তখন তাদের বাধা দিও না তাদের পূর্ব

اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ

আযওয়া-জ্বাহুন্না ইযা-তারা-দ্বাও বাইনাহুম্ বিলমা'রূফ ; যা-লিকা ইয়ু'আযু বিহী মান্ কা-না

স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে। যদি তারা ন্যায়সংগতভাবে উভয়ে রাজী থাকে ; এর দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হল তাকে, যে

তিন চতুর্থাংশ ২৯ ৩০/১৩ রুকূ

مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ

মিন্কুম্ ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খির ; যা-লিকুম্ আযকা- লাকুম্ ওয়া আত্বহার ; ওয়াল্লা-হু

তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে। এতে রয়েছে তোমাদের জন্য অধিক পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। আল্লাহ

يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٣﴾ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ২৩৩। ওয়াল্ ওয়া-লিদা-তু ইয়ুর্দ্বি'না আওলা-দাহুন্না হাওলাইনি কা-মিলাইনি

যা জানেন, তোমরা তা জান না। (২৩৩) জননীগণ স্বীয় সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে পূর্ণ দু' বছর,

لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

লিমান্ আরা-দা আইঁ ইয়ুতিম্মার্ রাদ্বা-'আহ ; ওয়া 'আলাল্ মাওলূদি লাহূ রিযকুহুন্না ওয়া কিস্ওয়াতুহুন্না

যে দুধ পান করানোর মুদ্দত পূর্ণ করাতে চায়। আর জনকের উপর দায়িত্ব হলো সে জননীর খোর-পোষের যথাযথ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

বিল্মা'রূফ ; লা-তুকাল্লাফু নাফসুন্ ইল্লা- উস'আহা-, লা- তুদ্বা—ররা ওয়া-লিদাতুম্ বিওয়ালাদিহা-

ব্যবস্থা করবে। কাউকেই সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়া যাবে না। মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং

وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

ওয়ালা- মাওলূদুল্ লাহূ বিওয়ালাদিহী ওয়া 'আলাল্ ওয়া-রিছি মিছলু যা-লিক, ফাইন্ আরা-দা- ফিস্বা-লান্

পিতাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীগণের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। যদি পিতা-মাতা

عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا

'আন্ তারা-দ্বিম্ মিন্হুমা- ওয়া তাশা-উরিন্ ফালা-জুনা-হা 'আলাইহিমা; ওয়া ইন্ আরাদ্তুম্ আন্ তাস্তারদ্বি'উ~

উভয় পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু' বছরের মধ্যেই দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাতে উভয়ের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যদি চাও যে,

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

আওলা-দাকুম্ ফালা- জুনা-হা 'আলাইকুম্ ইযা- সাল্লাম্তুম্ মা~আ-তাইতুম্ বিল্ মা'রূফ ;

তোমাদের সন্তানদেরকে কোন ধাত্রীর দ্বারা দুধ পান করাবে, তাতে কোন দোষ নেই, যদি তোমরা অর্পণ কর চুক্তিকৃত পাওনা বিধি মোতাবেক।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর্। ২৩৪। ওয়াল্লাযীনা ইয়ুতাওয়াফ্ফাওনা

আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। (২৩৪) তোমাদের মধ্য হতে যারা মৃত্যুবরণ করে

مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

মিন্কুম্ ওয়া ইয়াযারূনা আযওয়া-জ্বাইঁ ইয়াতারাব্বাস্বনা বি আন্ফুসিহিন্না আরবা'আতা আশ্হুরিওঁ ওয়া 'আশ্রা,

এ অবস্থায় যে, তারা স্ত্রী রেখে যায়, সে স্ত্রীগণ নিজেকে বিরত রাখবে চার মাস দশদিন।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ফাইযা- বালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ফীমা- ফা'আল্না ফী~আন্ফুসিহিন্না বিল্ মা'রূফ ;
যখন তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ হবে তখন তাদের নিজেদের জন্য ন্যায়-নীতি ভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে কোন পাপ নেই।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ

ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ২৩৫। ওয়ালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম্ ফীমা- 'আররাদ্বতুম বিহী মিন্ খিত্ববাতিন্
তোমরা যা কর আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে অবহিত। (২৩৫) তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা ইশারা ইংগিতে সে নারীদের বিবাহের প্রস্তাব দাও

النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

নিসা—ই আও আক্নানতুম ফী~আন্ফুসিকুম্; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্ সাতাযকুরূনাহুন্না
অথবা নিজের অন্তরে গোপনে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ কর। আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় তোমরা অতিশীঘ্র স্মরণ করবে সে নারীদেরকে।

وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا

ওয়ালা- কিল্ লা-তুওয়া-'ইদূহুন্না সির্রান্ ইল্লা~আন্ তাক্বূলূ ক্বাওলাম মা'রূফা; ওয়ালা- তা'যিমূ
কিন্তু তোমরা গোপনে তাদের সাথে (বিবাহের) অঙ্গীকার কর না; হাঁ বিধি সম্মত কথাবার্তা বলতে পার। আর ইদ্দত শেষ হয়ে

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

'উক্বদাতান্ নিকা-হি হ্বাত্তা-ইয়াব্লুগাল্ কিতা-বু আজ্বালাহ ; ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফী~
না যাওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা কর না। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন।

৩০ ع ৪ ১৪ রুকূ

أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٦﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ

আনফুসিকুম্ ফাহ্যারূহ, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা গাফূরুন্ হ্বালীম্। ২৩৬। লা-জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ইন
সুতরাং তাঁকে ভয় কর। আর একথাও জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং ধৈর্যশীল। (২৩৬) তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى

ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ মা-লাম্ তামাস্সূহুন্না আও তাফ্রিদূ লাহুন্না ফারীদ্বাতাওঁ ওয়া মাত্তি'উহুন্না, 'আলাল্
তোমরা তালাক দাও সে সকল স্ত্রীদেরকে যাদের তোমরা স্পর্শ করনি অথবা কোন মহর সাব্যস্ত করনি। আর তাদেরকে কিছু খরচ দিয়ে দিবে

الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

মূসি'ই ক্বাদারুহু ওয়া 'আলাল্ মুক্বতিরি ক্বাদারুহ, মাতা-'আম্ বিল্ মা'রূফ, হ্বাক্বক্বান্ 'আলাল্ মুহ্সিনীন্।
বিত্তবান তার শক্তি অনুযায়ী আর বিত্তহীন তার অবস্থানুযায়ী। আর এ খরচ হবে ন্যায়সংগত। আর এটা সৎকর্মশীলদের জন্য কর্তব্য।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

২৩৭। ওয়া ইন্ ত্বাল্লাক্বতুমূহুন্না মিন্ ক্বাব্লি আন্ তামাস্সূহুন্না ওয়াক্বাদ্ ফারাদ্বতুম্ লাহুন্না ফারীদ্বাতান্
(২৩৭) আর যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও আর ধার্য করে থাক তাদের মহর। তখন নির্ধারিত মহরের

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ

ফানিস্বফু মা-ফারাদ্বতুম্ ইল্লা~আই ইয়া'ফূনা আও ইয়া'ফুওয়াল্লাযী বিইয়াদিহী 'উক্বদাতুন্ নিকা-হ্ ;

অর্ধেক দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, তবে যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় অথবা, বিবাহ বন্ধন যার হাতে রয়েছে (অর্থাৎ স্বামী) সে যদি ক্ষমা করে দেয়

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

ওয়া আন্ তা'ফূ~আক্বরাবু লিত্তাক্বওয়া; ওয়ালা- তানসাউল ফাদ্বলা বাইনাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা বিমা-

তা আলাদা কথা। আর ক্ষমা করে দেয়া হল পরহেজগারীর নিকটবর্তী। আর তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয়

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ

তা'মালূনা বাস্বীর। ২৩৮। হা-ফিজূ 'আলাস্ব স্বালাওয়া-তি ওয়াস্ব স্বালা-তিল্ উস্ত্বা- ওয়াকূমূ লিল্লা-হি

কাজ কর্ম দেখেন। (২৩৮) তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর সম্মুখে তোমরা বিনীতভাবে

قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا

ক্বা-নিতীন্। ২৩৯। ফাইন্ খিফ্তুম্ ফারিজ্বা-লান্ আও রুক্বা-না, ফাইযা~আমিন্তুম ফায্কুরুল্লা-হা কামা-

দণ্ডায়মান হও। (২৩৯) আর যদি তোমরা আশংকা বোধ কর, তবে পদচারী অথবা সওয়ারী অবস্থায় (নামায পড়)। যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন স্মরণ কর

عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ

'আল্লামাকুম মা-লাম্ তাকূনূ তা'লামূন্। ২৪০। ওয়াল্লাযীনা ইয়ুতাওয়াফ্ফাওনা মিন্কুম্ ওয়া ইয়াযারূনা

আল্লাহকে। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (২৪০) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করবে,

أَزْوَاجًا ۚ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ

আযওয়াজ্বাওঁ ওয়াস্বিয়্যাতাল্ লিআযওয়া-জ্বিহিম্ মাতা-'আন্ ইলাল্ হ্বাওলি গাইরা ইখ্রা-জ্ব, ফাইন্ খারাজ্বনা

তারা যেন (মৃত্যু আসন্ন অবস্থায়) অসিয়ত করে যায় স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খোর-পোষের ব্যবস্থা করার জন্য।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ফালা-জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ফী মা- ফা'আল্না ফী~আনফুসিহিন্না মিম্ মা'রূফ ; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্

তবে যদি তারা (স্ত্রীগণ) নিজ দায়িত্বে বের হয়ে যায়, তবে ন্যায়সংগত ভাবে নিজেদের ব্যাপারে তারা যা ব্যবস্থা নিবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ

حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ

হ্বাকীম্। ২৪১। ওয়া লিল্ মুত্বাল্লাক্বা-তি মাতা-'উম্ বিল্ মা'রূফ ; হ্বাক্বক্বান্ 'আলাল্ মুত্তাক্বীন্। ২৪২। কাযা-লিকা

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৪১) তালাক প্রাপ্তাদেরকে প্রচলিত বিধি মোতাবেক খরচ দেয়া মুত্তাকীদের দায়িত্ব। (২৪২) এভাবে

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا

ইয়ুবাইয়িনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ২৪৩। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা খারাজূ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তার বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (২৪৩) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যু ভয়ে

৩১ ع ৭ ১৫ রুকূ

مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا قف ثُمَّ

মিন্ দিয়া-রিহিম্ ওয়া হুম্ উলূফুন্ হ্বাযারাল্ মাওত, ফাক্বা-লা লাহুমুল্লা-হু মূতূ, ছুম্মা
বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের ঘর থেকে অথচ তারা (সংখায় ছিল) হাজার হাজার, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বললেন, মরে যাও। অতঃপর আল্লাহ

أَحْيَاهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

আহ্ইয়া-হুম্ ; ইন্নাল্লা-হা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলা-ন্ না-সি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারান্ না-সি লা-ইয়াশকুরূন্।
তাদের জীবিত করলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٤٤ مَنْ ذَا الَّذِي

২৪৪। ওয়াক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্। ২৪৫। মান্ যাল্লাযী
(২৪৪) তোমরা লড়াই কর আল্লাহর পথে এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২৪৫) এমন কে আছে যে

يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ

ইয়ুক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বারদ্বান্ হ্বাসানান্ ফাইয়ুদ্বা-'ইফাহূ লাহূ~আদ্ব'আ-ফান্ কাছীরাহ্ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াক্ববিদ্বু
আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তাহলে আল্লাহ তাকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহই কমান এবং প্রশস্ত করেন

وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٢٤٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ

ওয়া ইয়াবস্বুত্ব, ওয়া-ইলাইহি তুরজ্বা'উন্। ২৪৬। আলাম্ তারা ইলাল্ মালাই মিম্ বানী~ইস্রা—ঈলা মিম্
এবং (মৃত্যুর পর) তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৪৬) আপনি কি মূসার পরবর্তী সময়ে বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখেন নি?

৮

بَعْدِ مُوسٰى م إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ط

বা'দি মূসা। ইয্ ক্বা-লূ লিনাবিয়্যিল্ লাহুমুব্ 'আছ লানা- মালিকান্ নুক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্ ;
যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ط قَالُوا وَمَا

ক্বা-লা হাল্ 'আসাইতুম্ ইন কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু আল্লা-তুক্বা-তিলূ ; ক্বা-লূ ওয়া মা-
তিনি বললেন, তোমাদের থেকে এ সম্ভাবনা আছে কি? যখন তোমাদেরকে হুকুম দেয়া হবে লড়াই করার জন্য; তখন তোমরা লড়াই করবে না? তারা বলল, আমরা

لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ط فَلَمَّا

লানা~আল্লা- নুক্বা-তিলা ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া ক্বাদ্ উখ্রিজ্না- মিন্ দিয়া-রিনা- ওয়া আব্না—ইনা; ফালাম্মা-
কেন আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদের আবাসভূমি এবং আমাদের সন্তান সন্ততির কাছ থেকে। অতঃপর যখন

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ۝

কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু তাওয়াল্লাও ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিন্হুম্ ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিয্বা-লিমীন্।
তাদেরকে লড়াই করার হুকুম দেয়া হয়েছিল, তখন তাদের অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আল্লাহ জালেমদেরকে ভালভাবেই জানেন।

﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّىٰ

২৪৭। ওয়া ক্বা-লা লাহুম্ নাবিইয়্যুহুম্ ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ বা'আছা লাকুম্ ত্বা-লূতা মালিকা ; ক্বা-লূ~আন্না-
(২৪৭) তাদের কাছে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল,

يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً

ইয়াকূনু লাহুল্ মুল্কু 'আলাইনা- ওয়া নাহ্নু আহ্বাক্কু বিল্ মুল্কি মিন্হু ওয়ালাম্ ইয়ু'তা সা'আতাম
তার বাদশাহী আমাদের উপর কিভাবে হবে? বাদশাহ হবার অধিকার তার চেয়ে আমাদের বেশী। তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতাও

مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

মিনাল্ মা-ল ; ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হাস্বত্বাফা-হু 'আলাইকুম ওয়াযা-দাহূ বাসত্বাতান ফিল্ 'ইল্মি
দেয়া হয়নি; নবী বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং আধিক্য দান করেছেন জ্ঞান ও দেহের

وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾ وَقَالَ

ওয়াল্ জ্বিস্ম ; ওয়াল্লা-হু ইয়ু'তী মুল্কাহূ মাইঁ ইয়াশা—উ, ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম। ২৪৮। ওয়াক্বা-লা
দিক থেকে। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বাদশাহী দান করেন। আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী ও সর্বজ্ঞ। (২৪৮) আর তাদের

لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن

লাহুম্ নাবিইয়্যুহুম্ ইন্না আ-ইয়াতা মুল্কিহী~আইঁ ইয়া'তিয়াকুমুত্ তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম্ মির
নবী তাদেরকে বললেন, তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের

رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ

রাব্বিকুম্ ওয়া বাক্বিয়্যাতুম্ মিম্মা- তারাকা আ-লু মূসা- ওয়া আ-লু হা-রূনা তাহ্মিলুহুল্ মালা—ইকাহ ; ইন্না
রবের তরফ থেকে প্রশান্তি। আর মূসা ও হারুনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু জিনিস। ফিরিশতারা সেটি বহন করে আনবে। যদি তোমরা মুমিন হও তবে নিশ্চয়ই

فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ৩২ ع ৬ ১৬ রুকূ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন্। ২৪৯। ফালাম্মা- ফাস্বালা ত্বা-লূতু বিল্ জুনূদি
এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন। (২৪৯) অতঃপর যখন তালূত সৈন্যসহ বের হল, তখন সে

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ

ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হা মুব্তালীকুম্ বিনাহার, ফামান্ শারিবা মিন্হু ফালাইসা মিন্নী, ওয়া মাল্ লাম্
বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে একটি নহর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।

০ টীকা (আঃ ২৪৮) ঃ তাবূত (সিন্দুক) ঃ বনী ইসরাঈলগণের পুরুষানুক্রমে একটি সিন্দুক চলে আসছিল। তার ভিতর হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর স্মৃতি চিহ্ন রক্ষিত ছিল। বনী ঈসরাইল যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে সিন্দুকটি সামনে রাখত। আল্লাহ তায়ালা তার বরকতে তাদেরকে বিজয় দান করতেন। জালুত যখন তাদের উপর বিজয়ী হয়; তখন সে এ সিন্দুকটিও সাথে নিয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করলেন যে, এ সিন্দুকটি বনী ঈসরাইলের নিকট পৌছে দিবেন। তখন জালুত সেটি যেখানেই রাখত সেখানেই মহা-মারীসহ বিভিন্ন বিপদ দেখা দিত। এভাবে পাঁচটি নগর জনশূন্য হয়ে গেল। নিরূপায় হয়ে সে দু'টি গরুর উপর সেটি চাপিয়ে দিল এবং গরু দু'টি হাঁকিয়ে দিল। ফিরিশতারা সে দু'টি হাঁকাতে হাঁকাতে তালুতের বাড়ীর দরজায় পৌছে দিল। বনী ঈসরাইল সেটি দেখে তালুতের রাজত্বে বিশ্বাস স্থাপন করল।

يَطْعَمْهُ فَإِنَّهٗ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا

ইয়াত্ব'আম্‌হু ফাইন্নাহূ মিন্নী~ইল্লা- মানিগ্‌তারাফা গুরফাতাম বিইয়াদিহ্, ফাশারিবূ মিন্‌হু ইল্লা-

আর যে ব্যক্তি তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। তবে যে ব্যক্তি তার হাত দ্বারা এক কোষ পান করবে সে অবশ্য দোষী হবে না। অতঃপর

قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهٗ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম্, ফালাম্মা- জ্বা-ওয়াযাহূ হুওয়া ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ ক্বা-লূ লা- ত্বা-ক্বাতা লানাল ইয়াওমা

অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই সে পানি পান করল। যখন তালূত এবং তার ঈমানদার সাথিরা নহর অতিক্রম করল, তখন তারা বলল,

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ

বিজ্বা-লূতা ওয়া জুনূদিহ ; ক্বালাল্ লাযীনা ইয়ায়ুন্নূনা আন্নাহুম্ মুলা-ক্বুল্লা-হি কাম্ মিন্ ফিআতিন্

জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় ধারণা রয়েছে

قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا

ক্বালীলাতিন গালাবাত্ ফিআতান্ কাছীরাতাম্ বিইয্‌নিল্লা-হ্ ; ওয়াল্লা-হু মা'আস্ব স্বা-বিরীন্। ২৫০। ওয়া লাম্মা-

তারা বলল, বহু ছোট ছোট দল বড় বড় দলের উপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) যখন তারা জালূত ও তার

بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوا رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

বারাযূ লিজ্বা-লূতা ওয়া জুনূদিহী ক্বা-লূ রাব্বানা~'আফরিগ্ 'আলাইনা- স্বাবরাওঁ ওয়া ছাব্বিত্ আক্বদা-মানা-

সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় ময়দানে আসল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্য ধরার তাওফীক দান কর এবং আমাদের পা দৃঢ় রাখ

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوتَ

ওয়ানস্বুরনা- 'আলাল ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্। ২৫১। ফাহাযামূহুম্ বিইয্‌নিল্লা-হি ওয়া ক্বাতালা দা-উদু জ্বা-লূতা

এবং কাফিরদের মোকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য কর। (২৫১) অতঃপর তারা জালূত বাহিনীকে আল্লাহর হুকুমে পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে

وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ

ওয়া আ-তা-হুল্লা-হুল্ মুল্‌কা ওয়াল্ হিক্‌মাতা ওয়া 'আল্লামাহূ মিম্মা- ইয়াশা—উ ; ওয়া লাওলা- দাফ্'উল্লা-হিন্ না-সা

হত্যা করল। আল্লাহ তাঁকে (দাউদ (আ)-কে) রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং তাকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ মানুষদের

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِينَ ○

বা'দ্বাহুম্ বিবা'দ্বিল্ লাফাসাদাতিল্ আরদ্বু ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা যূ ফাদ্বলিন্ 'আলাল্ 'আ-লামীন।

একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন; তবে গোটা পৃথিবী অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর উপর অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

﴿٢٥١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

২৫২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা- 'আলাইকা বিল্ হাক্বক্ব ; ওয়া ইন্নাকা লামিনাল মুর্‌সালীন।

(২৫২) এসমুদয় আল্লাহর নিদর্শন যা আমি যথাযথভাবে আপনার প্রতি পেশ করছি। নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।